FEB. 1 0 2001

FEB. 1 0 2001

তারিখ ...

পৃষ্ঠা ... কলাম ...

FEB. 1 0 2001

রাবিতে ঘৃণ্য সহিংসত

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি আবার নাজুক হয়ে পড়েছে। এবার ছাত্র ও গ্রামবাসীদের মধ্যে প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়েছে। আহত হয়েছে ছাত্র, পুলিশ, গ্রামবাসীসহ শ'দুয়েক, নিখোঁজ রয়েছে জনা পঞ্চাশেক ছাত্র। পাঁচ ছাত্র খুন হয়েছে বলে ছাত্ররা অভিযোগ করলেও তার সত্যতা নিশ্চিত করেনি পুলিশ এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। গত শুক্রবার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্শ্ববর্তী মেহেরচণ্ডী গ্রামটি পরিণত হয়েছিল রণক্ষেত্রে। শনিবার বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের ডাকে ধর্মঘট ছিল। আগামী ১০ মার্চ পর্যন্ত বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়টি। হল ত্যাগ করে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে গেছে বহু ছাত্র। মেহেরচণ্ডী গ্রামে ছাত্রদের বেশ ক'টি মেস ছিল। গ্রামের বিক্ষুব্ধ যুবকদের হামলার মুখে পড়ে মেসের ছাত্ররা। আর ছাত্রদের রোষের মুখে পড়ে বাজার, দোকান, ঘরবাড়ি। শুক্রবার মেহেরচণ্ডী গ্রামবাসীদের সঙ্গে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের সংঘর্ষ বাধার কারণ হিসাবে দু'টি ভাষ্য পাওয়া গেছে। একটি ভাষ্যে বলা হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয় স্টেশনবাজারের একটি হোটেলে খাবার নিয়ে ছাত্র ও হোটেল কর্মচারীদের বাদানুবাদ থেকে সংঘাতের সূত্রপাত হয়। অন্য যে ভাষ্যটি পাওয়া গেছে তাতে বলা হয়েছে, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রশিবিরের দু'জন নেতা ও কয়েকজন শিবিরকর্মী মেহেরচণ্ডী স্কুলপাড়া জামে মসজিদে সাংগঠনিক সভা শুরু করলে এলাকায় যুবকরা খবর পেয়ে তাদেরকে মসজিদ থেকে বের করে দেয়। এর পর তারা ঐ গ্রামেরই কড়ইতলা জামে মসজিদে গিয়ে সাংগঠনিক কাজ শুরু করে। সেখান থেকেও এলাকার যুবকরা তাদের বের করে দিলে ঐ নেতারা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় গিয়ে বলে গ্রামবাসীরা ছাত্রদের আটক রেখেছে। স্বভাবতই হলগুলোতে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়, ছাত্ররা হাতের কাছে যা পায় তাই নিয়ে স্টেশনবাজারে হামলা চালায়। গ্রামবাসীও ছুটে আসে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে। পুলিশ বাধা দিতে এসে পিছু হটতে বাধ্য হয়। এ সময় আরএমপির উপকমিশনার (পূর্ব) রওশন আরাসহ বেশ কয়েক পুলিশ আহত হয়। সংঘর্ষ চলে বেলা ১২টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত। পরবর্তীকালে পুলিশ গ্রামবাসীদের পিছু হটতে বাধ্য করলে ছাত্ররা বাজার ও বাড়িতে হামলা চালায়। গ্রামবাসীও ছাত্রদের মেসগুলোতে হামলা চালায়। পরে বিডিআর মোতায়েন করা হয়। ক্ষতিগ্রস্ত ছাত্রদের নিয়ে শিবির ও ছাত্রদলের নেতারা উপাচার্যের বাসভবন ঘেরাও করে। সেখানেও ইটপাটকেল নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে। ছাত্র সমাবেশ থেকে শিবির ও ছাত্রদল রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের জন্য ৬ দফা দাবি পেশ করে। এসব দাবির মধ্যে ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ছাত্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, ক্ষতিগ্রস্ত ছাত্রদের ক্ষতিপূরণ প্রদান, বহিরাগত হামলাকারী সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার, নিখোঁজ ছাত্রদের উদ্ধার, আহতদের চিকিৎসা প্রদান ও আগামী ১৫ দিনের সব পরীক্ষা স্থগিত করা। পরে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আগামী ১০ মার্চ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের জন্য এ কেমন মর্মান্তিক খেলা। ইতোপূর্বেও দেখা গেছে শিবির রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোতে তাদের আধিপত্য সৃষ্টির চেষ্টা করেছে। অনেক জায়গায় অস্ত্রভাণ্ডারও গড়ে তুলেছিল এবং বহিরাগত ক্যাডারদের এসব জায়গা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকিয়ে নৈরাজ্য সৃষ্টি করেছিল। এসব কারণে একাধিকবার বহু ছাত্রের অকাল মৃত্যু ঘটেছিল। এত সবের পরও তেমনভাবে এদের প্রতিরোধ করা হয়নি বলে ঔদ্ধত্য বেড়ে গিয়েছিল। ইতোমধ্যে গ্রামবাসীদের বিরক্তি উৎপাদনও তারা করে থাকতে পারে। কারণ সাম্প্রতিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের জন্য হেন কোন পন্থা নেই যে তারা ব্যবহার করছে না। ঘৃণ্য পন্থাই এদের বেশি পছন্দ। মৌলবাদী জামায়াত-শিবিরের পক্ষ থেকে পরিকল্পিতভাবে সাধারণ ছাত্রদেরকে উস্কানিটা যে বিশেষ উদ্দেশ্যে দেয়া হয়েছে তা অনস্বীকার্য। এখন সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে মূল রহস্যটা জানা দরকার। গ্রামের মসজিদে বিশেষ রাজনৈতিক তৎপরতা চালানোকে গ্রামবাসী প্রতিরোধ করেছিল বলেই হীন স্বার্থান্বেষীরা ভিন্ন খাতে বিষয়টিকে ঘুরিয়ে দিয়েছে। দীর্ঘদিন ধরেই গ্রামবাসী জামায়াত শিবিরের হীন কর্মকাণ্ডের বিরোধিতা করছিল, গত শুক্রবার প্রতিশোধ নেয়ার জন্যই মিথ্যা গুজব ছড়িয়ে চক্রটি তাদের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে চেয়েছিল। দেশের উত্তরাঞ্চলে বৃহত্তম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিকে বন্ধ করা এবং সার্বিকভাবে দেশে অরাজকতা সৃষ্টির একটি অপপ্রয়াসও একে বলা যেতে পারে। রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে অবনতিশীল করার এ ধরনের অপচেষ্টাকে রোধ করতে